দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আজ সর্বজন স্বীকৃত। আমাদের দেশেরও জ্ঞানী-গুণীজন এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান সবাই বিজ্ঞান সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জাতির সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার কথা জোর দিয়ে বলছেন সব সময়। সবাই গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের উপর, বেশি সংখ্যক বিজ্ঞান শিক্ষার্থী সৃষ্টির উপর। কারণ একটাই-বিজ্ঞান ছাড়া এযুগে দেশ, জাতি বা ব্যক্তি কারও বাঞ্ছিত উন্নতি অর্জন সম্ভব নয়। আজ যে সব দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ বলে পরিচিত সেগুলির সকল সাফল্যের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যাদুকাঠির ছোঁয়াতেই সেসব দেশের সকল প্রকার উন্নতি সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। কৃষি, শিল্প, কারিগরি, প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই বিস্ময়কর বিপ্লব সূচিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের ফসলের ফলন ও শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়েছে, ফসলের সংরক্ষণ ও অধিকতর সদ্ব্যবহারের কৌশল শিখিয়েছে এবং মানুষকে উপহার দিয়েছে সুস্থ জীবন, দীর্ঘ আয়ু এবং জীবনের নানা রকম সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ। বিজ্ঞান মানেই উন্নত ও সুখী জীবন।

আমাদের দেশের জন্য বিজ্ঞান চর্চা আরও বেশি দরকার। কারণ, এদেশ গরীব ও অনগ্রসর। সম্পদ সীমিত। মানুষ খুব বেশি। দেশটি বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, আশ্রয়হীনতা, নিরক্ষরতা, অনগ্রসরতা এবং আরও শত সমস্যায় জর্জরিত। এই অবস্থার পরিবর্তন, জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি এবং জন সাধারণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপক অগ্রগতি একান্ত জরুরী। বছরের পথ পাড়ি দিতে হবে ছ'মাসে। বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া এটা সম্ভব নয়। আমাদের পুঁজিরও যে অভাব রয়েছে, তা'ও পুষিয়ে দিতে পারে একমাত্র বিজ্ঞানই। অর্থাৎ আমাদের অনগ্রসর অর্থনীতি সেকেলে জীবনধারা-সবকিছুকে খোল-নলচেসহ বদলাতে পারে বিজ্ঞানের যাদুশক্তিই।

পরিতাপের ব্যাপার, সব রকম উন্নতির স্বার্থে যেখানে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত প্রসার দরকার, সেখানে ঘটছে উল্টা কাণ্ড। বিজ্ঞান শিক্ষার হার কমছে। একথা বলা হয়েছে গত শনিবারের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কিছু পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার হার কমার তথ্যটি প্রমাণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানে যতজন পাস করছে ততজন উচ্চতর বিজ্ঞানে ভর্তি হচ্ছে না। প্রতি বছরই বাড়ছে বিজ্ঞান ছেড়ে দেয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা '৮৭, '৮৮, '৮৯, '৯১ ও ৯২ সালে যথাক্রমে ২৭,১৩৫ জন, ৩১৩২৪ জন, ৩৪,৮৪৩ জন, ৪২,০০০ জন এবং ৪০,২৩০ জন বিজ্ঞান নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছে। অথচ এই বছর গুলিতে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছে যথাক্রমে ১৪,১৩৫ জন, ১৪,৩২৪ জন, ১০,০০০ জন, ১৮,০০০ জন এবং ১২,৪৭৯ জন। প্রতি বছর অর্ধেকেরও বেশি ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান শিক্ষা ছেড়ে দিয়েছে। অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডেও বিজ্ঞান ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা রয়েছে বলে খবরটিতে বলা হয়েছে। তথ্যটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। বিজ্ঞান শিক্ষার হার কমলে দেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পিছিয়ে যাবে। জাতীয় উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক বিজ্ঞান, শিক্ষিত জনশক্তির দারুণ সংকট দেখা দেবে। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, টেকনিশিয়ান ও বিশেষজ্ঞদের জন্য দেশের পরনির্ভরশীলতা বাড়বে। উন্নয়ন প্রচেষ্টাও মন্থর হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান না পড়ার কারণ হিসাবে মেধা ও পরিশ্রম স্পৃহার অভাব এবং ব্যয়বাহুল্যের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষার সীমিত সুযোগও এজন্য দায়ী। শুধু এ কারণগুলিই নয়, গোটা ব্যাপারটাই খতিয়ে-তলিয়ে দেখা এবং প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা দরকার। সারা দুনিয়া যেখানে বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা উল্টা পথে যেতে পারি না, হতে পারি না বিজ্ঞানবিমুখ। দেশের দ্রুত উন্নতি এবং জাতির প্রগতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষিত প্রচুর জনশক্তি এবং বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ অপরিহার্য। সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব উৎসাহিত করতে হবে, দূর করতে হবে বিজ্ঞান শিক্ষা ছেড়ে দেয়ার কারণগুলি। মেধাবী ছাত্রদের বেশি বেশি বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য দান, উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ সম্প্রসারণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষিতদের জন্য কর্মসংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়ার প্রবণতা রোধ হবে বলে আশা করা যায়।